নড়বড়ে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি, ক্লাসের বাইরে ব্যস্ত শিক্ষকরা

এম এইচ রবিন
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাঠদান ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের চেয়ে ক্রমেই বেশি সময় ব্যয় করছেন পেশাবহির্ভূত কাজে। এর ফলে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সময় তাদের মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি বাড়ছে, যা সরাসরি প্রভাব ফেলছে শিক্ষার্থীদের শেখার সক্ষমতার ওপর। শিক্ষার্থীরা মৌলিক বিষয় যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারছে না, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা দিচ্ছে অবনতি, এমনকি বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারও কমে যাচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের কাঙ্ক্ষিত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, আর নড়বড়ে হয়ে পড়ছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) পরিচালিত সাম্প্রতিক এক মাঠ সমীক্ষায় উঠে এসেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাঠদানের বাইরে ৩৭ ধরনের পেশাবহির্ভূত কাজে যুক্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এসব কাজের মধ্যে

রয়েছে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, শিশু জরিপসহ নানা প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক দায়িত্ব। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষকদের ৮৭ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা কোনো না কোনোভাবে এসব কাজে যুক্ত। সমীক্ষা অনুযায়ী, পেশাবহির্ভূত কাজে শিক্ষকপ্রতি মাসে গড়ে প্রায় ২৪ কর্মঘণ্টা ব্যয় হচ্ছে। অতিরিক্ত দাপ্তরিক দায়িত্ব শেষ করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর ৯০ শতাংশ শিক্ষক পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারছেন না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের শেখার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর শিখনে নেতিবাচক প্রভাব : সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৮৭ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের মৌলিক ধারণা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে না। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আন্তঃক্রিয়া কমে যাচ্ছে, নিয়মিত অনুশীলন ও মূল্যায়ন ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে পরীক্ষার ফলাফলে এবং দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতায়।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষ্য জানতে চাইলে রাজধানীর মগবাজার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী সুমাইয়া জানান, ‘অনেক সময় স্যার-ম্যাডামরা ক্লাসে এসে খুব তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করেন। প্রশ্ন করতে গেলে সময় পান না।’ এ প্রসঙ্গে একজন সহকারী শিক্ষক বলেন, ‘পাঠদানের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়টাই পাই না। সারাদিন জরিপ আর রিপোর্ট বানাতে বানাতে ক্লাসে গেলে মাথা আর কাজ করে না।’

প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে হলে করণীয় হিসেবে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পরামর্শক কমিটি প্রধান শিক্ষাবিদ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ বলেন, ‘প্রাথমিক শিক্ষা হলো পুরো শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। এখানে শিক্ষক যদি তার মূল পেশাগত দায়িত্বে মনোযোগ দিতে না পারেন, তাহলে তার প্রভাব মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাতেও পড়বে।’

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, ‘সমীক্ষার ফল আমাদের জন্য সতর্কবার্তা। শিক্ষকদের ওপর অপ্রয়োজনীয় কাজের চাপ কমাতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘এ গবেষণার তথ্য হয়তো নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলবে, তবে এর উদ্দেশ্য আরও বৃহৎÑ এনজিও, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, যাতে সরকারের ওপর একটি ইতিবাচক চাপ তৈরি হয় এবং শিক্ষকদের শিক্ষার বাইরে নানান কাজে ব্যবহার না করা হয়। শিক্ষা খাতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো একটি বড় বাস্তবতা। এটি এককভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়; জাতীয় পর্যায়ে সম্মিলিতভাবে সমাধান করতে হবে।

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ : বিশেষজ্ঞদের মতে, পেশাবহির্ভূত কাজের চাপ অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে- শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা অর্জনে স্থায়ী ঘাটতি হবে। শিক্ষকদের পেশাগত অনীহা ও বৃদ্ধি পাবে মানসিক অবসাদ। বেড়ে যেতে পারে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার। সরকারি বিনিয়োগের কাক্সিক্ষত ফল না পাওয়া।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শিক্ষককে তার মূল দায়িত্ব- শিক্ষাদানে ফিরিয়ে আনতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ মতামতের আলোকে করণীয় হিসেবে বলা হচ্ছে- ক্লাস চলাকালীন শিক্ষককে কোনো প্রশাসনিক বা জরিপ কার্যক্রমে যুক্ত না করা। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী বা ডিজিটাল সহকারী নিয়োগ। একক ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে সব দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা। শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য ও স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ চালু করা। পাঠদানের সময় শিক্ষকের দায়িত্ব সুরক্ষায় স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা।